আহ! অহেতুক কথাবার্তার অভ্যাস যদি দূর হয়ে যেতো!

22-February-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

উভয় জাহানের মালিক ও মুখতার, রাসূলে আনওয়ার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুগন্ধিময় ইরশাদ হচ্ছে: যখন বৃহস্পতিবার আসে, **আল্লাহ তায়ালা** ফিরিশতাদের প্রেরণ করেন, যাদের হাতে রূপার কাগজ এবং স্বর্ণের কলম থাকে, তারা বৃহস্পতিবার দিন ও বৃহস্পতিবার রাতে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারীদের নাম লিখে থাকে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১ম অধ্যায়, ১/২৫০, নম্বর-২১৭৪)**

ইয়া নবী! বে কার বাতোঁ কি হো আ'দত মুঝ সে দূর, ব্যস দরূদে পাক কি হো খুব কসরত ইয়া রাসূল।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দু’টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু’যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে জিহবা (Tongue) **আল্লাহ তায়ালার** একটি মহান নেয়ামত, যারা এই নেয়ামতের ভাল ব্যবহার করে, তবে তা দ্বারা দুনিয়ায়ও উপকারীতা অর্জন করে এবং আখিরাতেও এর বরকত প্রত্যক্ষ করবে। কিন্তু যারা নিজের জিহবাকে স্বাধীনতা দিয়ে এর লাগাম ছেড়ে দেয় তবে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান ও অপদস্ততার শিকার হয়। আজ আমরা জিহ্বার নিরাপত্তা সম্পর্কীত বিভিন্ন মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো, আসুন! সর্বপ্রথম একটি ঈমান তাজাকারী ঘটনা শ্রবণ করি।

হযরত সায়্যিদুনা ওমাইর বিন সুলাইম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর অনুসারীদের নিকট এই অবস্থায় তাশরীফ আনলেন যে, তাঁর নূরানী শরীরে উলের জুব্বা ছিলো। খালি পায়ে ছিলেন এবং মাথায়ও কোন কাপড় ইত্যাদি ছিলোনা আর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত ছিলো, ক্ষুধার (Hunger) কারণে তাঁর রঙ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিলো এবং তীব্র পিপাসার কারণে ঠোঁট একেবারেই শুকিয়ে গিয়েছিলো। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর অনুসারীদেরকে সালাম

www.dawateislami.net

করলেন এবং কিছু উপদেশ দেয়ার পর জিহ্বার নিরাপত্তা সম্পর্কে মাদানী ফুল দিতে গিয়ে বললেন: হে লোকেরা! তোমরা অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থেকো, কখনোই **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির ছাড়া নিজের মুখ দিয়ে অন্য কোন শব্দ বের করো না, নয়তো তোমাদের অন্তর পাষাণ হয়ে যাবে, সে **আল্লাহ তায়ালা**র রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। (উয়ুনুল হিকায়ত, ১/১৮৫) আসুন! দোয়া করি:

বোলোঁ না ফুযুল অউর রাহেঁ নীচি নিগাহেঁ আখোঁ কা যবাঁ কা দেয় খোদা কুফ্‌লে মদীনা
দোযখ কি কাহাঁ তা'ব হে কমজোর বদন মে হার উযু কা আত্তার লাগা কুফ্‌লে মদীনা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ তায়ালা**র নবী হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর অনুসারীদেরকে যে উপদেশ প্রদান করেছেন, তাতে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার এবং নিজের জিহবাকে **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির দ্বারা সতেজ রাখারও আদেশ দিয়েছেন এবং পাশাপাশি এটাও বলেছেন যে, অহেতুক কথাবার্তা অন্তরের কঠোরতারও কারণ।

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন তুমি তোমার অন্তরে কঠোরতা, শরীরে অলসতা এবং রিযিকে স্বল্পতা অনুভব করবে, তখন বুঝে নাও যে, কোথাও অহেতুক ও অযথা বাক্য বের হয়ে গেছে, যার এই পরিণতি। (মিনহাজুল আবেদীন, ৫৭ পৃষ্ঠা)

মনে রাখবেন! এই জিহ্বার মাধ্যমে আমরা যেমনিভাবে যিকির ও দরূদ, না'ত ও বয়ান এবং নেকীর দাওয়াত দিয়ে নেকী অর্জন করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতের অধিকারী হতে পারি, তেমনিভাবে এর ভুল ব্যবহার করে যেমন; কুফরিয়া বাক্য, হারাম বাক্য, কারো গীবত করা, চুগল খোরী করা, গালি দেয়া ইত্যাদির মতো গুনাহে লিপ্ত হয়ে জাহান্নামের আযাবে গ্রেফতারও হতে পারে। আফসোস! বর্তমান যুগে জিহ্বার নিরাপত্তার চিন্তা একেবারেই শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের এই বিষয়ে অনুভূতিও নেই যে, মাংসের এই ছোট্ট টুকরোটি যা দুই ঠোঁট ও দুই চোয়ালের পাহারায় রয়েছে, কিভাবে আমাদের পুরো সত্ত্বাকে ইহকালিন ও পরকালিন বিপদে

www.dawateislami.net

লিপ্ত করে দিতে পারে। কিন্তু পরিণতি থেকে উদাসিন হয়ে কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়া কথা বলেই যাওয়া আমাদের অভ্যাস হয়ে গেছে।

মনে রাখবেন! অনেক সময় আমরা আমাদের আওয়াজ রেকর্ড করে যখন কাউকে পাঠাই, যেমন; ওয়াটসআপ (Whatsapp) এর মাধ্যমে কোন কথা কাউকে পাঠাই, কিন্তু পরে ভাবলে দেখা যায় যে, যে কথা আমি বলেছি, তা আমার বলা উচিৎ হয়নি, বা যা না বলার ছিলো, তা'ও আমি বলে দিয়েছি, এখন কথা বলে দেয়ার পর লজ্জার কারণে তা দ্রুত মুছে (Delete) দিই, কেননা তা যেনো শুনার পূর্বেই ডিলিট (Delete) হয়ে যায়, মনে রাখবেন! যদিওবা সেই কথা মোবাইল থেকে বা যেকোন উপায়ে ডিলিট (Delete) তো হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের আমলনামায় তো লেখা হয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের এই মাদানী মানসিকতা তৈরী করা উচিৎ যে, আমরা প্রথমে চিন্তা করবো যে, এই কথা আমার বলা কেমন! আসুন! সবাই মিলে শ্লোগান দিই:

প্রথমে মাপো !!!! তার পর বলো **প্রথমে মাপো !!!! তার পর বলো**

প্রথমে মাপো !!!! তার পর বলো **প্রথমে মাপো !!!! তার পর বলো**

মনে রাখবেন! আমাদের মুখ থেকে বের হওয়া এক একটি শব্দ **আল্লাহ তায়ালার** নিষ্পাপ ফিরিশতারা লিখছেন, যেমনটি ২৬তম পারার সূরা ক্বাফ এর ১৮ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ﴿۱۸﴾

(পারা ২৬, সূরা ক্বাফ, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এমন কোন কথাই সে মুখ থেকে বের করে না যে, তার সন্নিকটে একজন রক্ষক উপবিষ্ট থাকে না।

তোমাদের কিছু পাহারাদার রয়েছে:

হযরত সায়্যিদুনা আতা বিন আবী রাবাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা অহেতুক কথাবার্তা অপছন্দ করতেন এবং তাদের নিকট কোরআন ও সুন্নাত, নেকীর দাওয়াত দেয়া, মন্দকাজ থেকে নিষেধ করা এবং দুনিয়াবী জীবনে প্রয়োজন ছাড়া প্রত্যেকটি কথা অহেতুক ছিলো, তোমরা কি এই বিষয়ে জাননা যে, নিশ্চয় তোমাদের প্রতি কিছু সম্মানিত লিখক পাহারাদার হিসেবে আছেন, যাদের মধ্যে একজন ডানে এবং একজন বামে, কোন শব্দ সে মুখ থেকে বের করতে পারে না যে, সর্বদা তার নিকট কোন না কোন সংরক্ষণকারী প্রস্তুত হয়ে বসে থাকে।

www.dawateislami.net

তোমাদের মধ্যে কি কেউ এই বিষয়ে লজ্জা করো না, যখন তার আমল নামা খোলা হবে, যেমন; সেদিনের প্রারম্ভেই পূর্ণ করে দিয়েছিলো, এতে অসংখ্য এমন কথা রয়েছে যার সাথে দ্বীন ও দুনিয়ার কোন সম্পর্ক নেই। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৪৮) আসুন! অহেতুক এবং অনর্থক কথাবার্তা থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করি:

মে বেকার বা'তোঁ সে বাচ কে হামেশা
করোঁ তেরী হামদ ও সানা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের মুখ দিয় বের হওয়া প্রতিটি শব্দ ফিরিশতারা লিখে থাকে। একটু ভাবুন তো, আমরা আমাদের বাকপটুতা দ্বারা সারাদিন জানিনা কতযে অহেতুক কথাবার্তা বলি, জানিনা কতযে লোকের গীবত ও চুগলখোরী করি, জানিনা কিরূপ অশ্লিল কথা নিজের মুখ থেকে বের হয়ে যায়, চাটুকারিতা করে কতজনকেই যে লা-জাওয়াব করে দেয়, অশ্লিল তর্কাতর্কিতে কেউ আমাদের সাথে জিততে পারবে না, কিন্তু আমরা কি কখনো এটাও ভেবেছি যে,

অহেতুক কথাবার্তার কারণে আমাদের অন্তর কঠিন তো হয়ে যাচ্ছে না? মুখের আপদের কারণে নেকী থেকে বঞ্চিত হচ্ছিনা তো? অহেতুক কথাবার্তার কারণে তিলাওয়াতের তৌফিক তো ছিনিয়ে নেয়া হয়নি? আমরা কি কখনো ভেবেছি যে, অহেতুক কথবার্তায় কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু কয়েক মিনিট তিলাওয়াত ও আল্লাহ তায়ালার যিকিরের জন্য মন ঘাবড়ে যায়, নফস নেকীর এই কাজের জন্য রাজিই হয়না, খুব তাড়াতাড়ি বিরক্তিভাব শুরু হয়ে যায়, যদি কোন আশিকে রাসূল নেকীর দাওয়াত এবং উপদেশ মূলক মাদানী ফুল আমাদেরকে প্রদান করে তবে তা মনে সায় দেয় না, কখনো কি আমরা এটাও ভেবেছি যে, এই অহেতুক কথা এবং তর্ক করে দুনিয়ায় আমরা মানুষদেরকে তো চুপ করিয়ে দিতে পারি, তাদের মধ্যে নিজের প্রভাব তো দেখাতে পারি, কিন্তু কাল কিয়ামতের দিন যখন হাশরের ময়দানে হিসাব শুরু হবে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام নিজ নিজ উম্মতদের সাথে উপস্থিত থাকবেন,

www.dawateislami.net

আউলিয়ায়ে কিরাম এবং আমাদের ঐ আত্মীয় স্বজনরাও বিদ্যমান থাকবেন, যাদের সামনে দুনিয়ায় আমাদের সম্মান ছিলো, এমতাবস্থায় সূর্য আগুন বর্ষন করবে, তামার (Copper) উত্তপ্ত জমিন হবে এবং প্রত্যেককে নিজের আমল নামা সবার সামনে পড়ে শুনাতে হবে। যেমনটি ১৫তম পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ১৩ ও ১৪ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَ نُخْرِجُ لَهٗ یَوْمَ الْقِیٰمَةِ كِتٰبًا یَّلْقٰىهُ مَنْشُوْرًا ﴿۱۳﴾ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ ؕ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیْبًا ﴿۱۴﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১৩ ও ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তার জন্য কিয়ামত দিবসে একটা লিপিবদ্ধ (কিতাব) বের করবো, যা তারা উম্মুক্ত পাবে। ইরশাদ হবে: 'আপন কিতাব পাঠ করো! আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব নিকাশের জন্য যথেষ্ট'।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো! কিয়ামতের দিন পূববর্তী ও পরবর্তী সকলের উপস্থিতিতে নিজের আমলনামা কিভাবে পাঠ করে শুনাবে? যা অহেতুক কথাবার্তায় ভরপুর, যে আমলনামা গালাগালি এবং অশ্লিল বাক্যতে ভরা, যাতে মুসলমানদের মন ভঙ্গকারী বাক্য রয়েছে, যে আমলনামায় মুসলমানের গীবত ও চোগলখোরী এবং মিথ্যার মতো গুনাহ বিদ্যমান? সেই আমলনামা সবার সামনে কিভাবে শুনাবে, কিভাবে মানুষের সাথে দৃষ্টি মিলাবে? সুতরাং আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ, যথাসম্ভব কম কথা বলা এবং অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থেকে শুধুমাত্র কাজের কথা বলা বা উত্তম কথা বলা, কেননা অহেতুক কথা বলাতে আমাদের ক্ষতিই ক্ষতি, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ চারটি কারণে অহেতুক কথাবার্তার ক্ষতি বর্ণনা করেন: **(১)** অহেতুক কথাবার্তা কিরামান কাতেবীনদের (অর্থাৎ আমল লিখক ফিরিশতা) লিখতে হয়, সুতরাং মানুষের উচিৎ, তাঁদের প্রতি লজ্জাশীল হওয়া এবং তাঁদের অহেতুক কথাবার্তা লিখার কষ্ট না দেয়া। **(২)** অহেতুক কথার নিন্দার দ্বিতীয় কারণটি বর্ণনা করেন যে, এই বিষয়টি ভাল নয় যে, অহেতুক কথায় ভরপুর আমলনামা **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে উপস্থাপিত হোক। **(৩)** অহেতুক কথার নিন্দার তৃতীয় কারণটি হলো, **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে সকল সৃষ্টির সামনে আদেশ হবে যে, নিজের আমলনামা পাঠ করে শুনাও! এখন কিয়ামতের ভয়ঙ্কর কঠোরতা সামনে থাকবে, মানুষ উলঙ্গ থাকবে, কঠিন পিপাসার্ত

www.dawateislami.net

থাকবে, ক্ষুধায় কোমর ভেঙ্গে যাবে, জান্নাতে প্রবেশে বাঁধা প্রদান করা হবে এবং প্রত্যেক প্রকারের প্রশান্তি তার জন্য বন্ধ করে দেয়া হবে, (ভাবুন যে, এরূপ কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতে অহেতুক কথায় ভরপুর আমলনামা পাঠ করে শুনানো কিরূপ বিরক্তিকর হবে!) **(৪)** অহেতুক কথার নিন্দার চতুর্থ কারণটি হলো যে, কিয়ামতের দিন বান্দাকে অহেতুক কথাবার্তার জন্য নিন্দা করা হবে এবং তাকে লজ্জিত করা হবে। বান্দার নিকট এর কোন সঠিক উত্তর থাকবে না এবং সে **আল্লাহ তায়ালা**র সামনে লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে যাবে। (মিনহাজুল আবেদিন, ৬৭ পৃষ্ঠা) আহ!

মেরী যবান তর রাহে যিকির ও দরূদ সে
বে জা হাঁসো কভী না করোঁ গুফতুগো ফুযুল। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের দিন এই অপমান থেকে নিজেকে বাঁচাতে জিহ্বার নিরাপত্তার মানসিকতা তৈরী করুন, অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার অভ্যাস করুন, কম কথা বলা এমন এক আমল, যেই বিষয়ে আবুল বশর হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে।

আব্বাজান! আপনি কথা বলেন না কেন?

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে যখন দুনিয়ায় প্রেরণ করা হলো, তখন তার অনেক সন্তান হলো। একদিন তাঁর সন্তান, নাতি ও নাতনি সবাই তাঁর নিকট বসে কথা বলছিলেন, আর তিনি عَلَيْهِ السَّلَام চুপচাপ বসে ছিলেন এবং কোন কথাবার্তা বলছিলেন না। সন্তানেরা আরয করলো: আব্বাজান! কি ব্যাপার, আমরা কথা বলছি, আপনি চুপচাপ কেন? হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام বলেন: হে আমার সন্তানেরা! যখন **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে **তাঁর** নৈকট্য (অর্থাৎ জান্নাত) থেকে দুনিয়ায় প্রেরণ করলেন তখন আমার কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন: হে আদম! কথাবার্তা কম বলবে, এমনকি এমতাবস্থায়ই আমার সান্নিধ্যে ফিরে এসো।

(তারিখে বাগদাদ, ৭/৩৩৯, নম্বর-৩৮৪৩, আবু আলা মু'দাব হাসান বিন শাবিব)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! অল্প কথাবার্তা বলা কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ, স্বয়ং **রব তায়ালা তাঁর** মনোনিত নবী عَلَيْهِ السَّلَام কে কম কথা বলার জন্য আদেশ ইরশাদ করছেন, তবে আমাদের নিজের জিহ্বার নিরাপত্তার জন্য এবং একে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচাতে কিরূপ সতর্কতার প্রয়োজন। আফসোস, শত কোটি আফসোস! আমরা না মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগানো মানসিকতা পোষণ করি আর না অধিকহারে কথাবার্তা এবং প্রচুর অহেতুক কথাবার্তা বলাতে ভয় করি। এই জিহ্বাই তো, যার ভুল ব্যবহারের কারণে অনেক লোককে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

অশ্লিল কথা দোযখে অধঃমুখে পতিত করবে!

হযরত সায়্যিদুনা উবাদা বিন সামিত رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত যে, **আল্লাহ তায়ালার প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একদিন ঘর থেকে বাইরে তাশরীফ আনলেন এবং বাহনের উপর আরোহন করলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা মুয়াজ বিন জাবাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ আরয করলেন: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম? **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের মুবারক মুখের দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ করেন: নেকীর কথা বলা ছাড়া চুপ থাকা। আরয করলেন: আমরা মুখে যা কিছু বলি, সে বিষয়ে কি **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন? তখন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর রানের উপর হাত মেরে ইরশাদ করলেন: হে মুয়াজ! মুখের বলা কথাই মানুষকে অধঃমুখে জাহান্নামে পতিত করবে। তবে যেই ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা** এবং আখিরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখবে, তার উচিৎ, ভাল কথা বলা বা মন্দ কথা বলা থেকে চুপ থাকা। (অতঃপর ইরশাদ করেন:) ভাল কথা বলো, উপকৃত হবে এবং মন্দ কথা বলা থেকে চুপ থাকো, নিরাপদে থাকবে।

(মুসতাদরিক হাকেম, কিতাবুল আদব, ৫/৪০৭, হাদীস নং-৭৮৪৪)

ফুযুল অউর বেকার বা'তোঁ কে বদলে
করোঁ কাশ! হার দম মদীনা কি বাতেঁ। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

অহেতুক কথাবার্তার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিরাপদে থাকার কতইনা সুন্দর পদ্ধতি ইরশাদ করেছেন যে, নিরাপত্তা এতেই বান্দা যেনো তার মুখ দিয়ে ভাল কথাই বের করে এবং মন্দ কথা থেকে বেঁচে থাকে। মনে রাখবেন! মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগানো এবং অহেতুক কথাবার্তার আপদ থেকে বাঁচতে আমরা তখনই সফল হবো, যখন আমরা জানবো যে, অহেতুক কথাবার্তা কাকে বলে? সুতরাং এসম্পর্কে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অহেতুক কথাবার্তার সংজ্ঞা (Definition) হলো, তোমার এমন কথাবার্তা বলা, যদি তা না বলতে, তবে গুনাহগার হতে না আর না এখন বা ভবিষ্যতে কোন ক্ষতি হতো। যেমন; তুমি কোন মজলিশে মানুষের সামনে নিজের সফরের উল্লেখ করো এবং এতে যে পাহাড় ও নদী নালা দেখেছো আর যে ঘটনাবলী তোমার সাথে ঘটেছে তা বর্ণনা করো অনুরূপভাবে যে খাবার ও পোষাক তোমার ভাল লাগলো তা এবং বিভিন্ন শহরের মাশায়িখগণের আশ্চার্যজনক বিষয় আর তাদের আশ্চার্যজনক ঘটনাবলী উল্লেখ করো, তবে তা ঐরূপ কাজ, যদি তুমি তা বর্ণনা না'ও করতে তবুও গুনাহগার হতে না আর না কোন ক্ষতি হতো। অতঃপর যদিওবা তুমি এই বিষয়ে ভরপুর চেষ্টা করো যে, ঘটনা বর্ণনা করতে যেনো কোন কমবেশি না হয়ে যায় আর না এতে কোন গীবত এবং না খোদার সৃষ্টির নিন্দা হয়, এই সকল সতর্কতার পরও তুমি নিজের সময় নষ্টকারী হবে। আর অহেতুক কথাবার্তার আপদ থেকে কিভাবে বাঁচতে পারবে। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৪৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! অহেতুক কথাবার্তা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, যা না করাতে কোন ক্ষতি হয়না। ব্যস, আমাদের কথা বলার পূর্বে এর পরিণতি সম্পর্কে ভেবে নেয়া উচিৎ যে, এর দ্বারা আমার আখিরাতের কোন উপকারীতা আছে কি না, যদি উপকারীতা থাকে তবে বলুন নতুবা চুপ থাকুন। আমাদের মানসিকতায় যদি অহেতুক কথাবার্তার কারণে কিয়ামতের দিন অপমানিত হওয়ার চিন্তা থাকে তবে আমরা কম কথাবার্তাকারী এবং অহেতুক কথাবার্তা থেকে নিরবতা অবলম্বনকারী হয়ে যাবো, কেননা যার কোন দুনিয়াবী চিন্তা আসে তবে সে এই সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে, যেমন; কারো পিতামাতা বা আত্মীয় স্বজনের হঠাৎ

www.dawateislami.net

ইন্তিকাল (Death) হয়ে গেলো বা চালু ব্যবসা হঠাৎ কোন দূর্ঘটনার শিকার হয়ে গেলো, কথায় কথায় পারিবারিক ঝগড়া সৃষ্টি হয়ে গেলো তবে বান্দা একেবারে চুপচাপ হয়ে যায়, অনুরূপভাবে যদি আমাদের জাহান্নামের শাস্তির আলোচনা শুনে আখিরাতের চিন্তা নসীব হয়ে যায়, **খোদাভীতি**তে আমাদের অন্তর কেঁপে উঠে তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমাদের ঠোঁটেও নিরবতা চলে আসবে। কিন্তু আমরা তো কোন মুহূর্তই নিরব থাকি না, সর্বদা কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই কথা বলে যাচ্ছি। যদি আমরা আমাদের **প্রিয় নবী মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চরিত্র অধ্যয়ন করি তবে জানতে পারবো যে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক কম কথাবার্তা বলতেন, অধিকাংশ সময় নিবর থাকতেন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা জাবের বিন সামুরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনেক বেশী নিবর থাকতেন। **(মাসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদুল বসিরীন, হাদীসে জাবের বিন সামুরা, ৭/৪০৪, হাদীস নং-২০৮৩৬)**

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: নিরবতা দ্বারা দুনিয়াবী কথাবার্তা থেকে চুপ থাকা, নতুবা **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিহ্বা শরীফ **আল্লাহ তায়ালা** যিকির দ্বারা সর্বদা সতেজ থাকতো, মানুষের সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না, এখানে উল্লেখ হয়েছে জায়িয কথা না বলার, নাজায়িয কথা তো জীবনভর জিহ্বা শরীফে আসেইনি। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আপাদমস্তক হক ছিলো, অতঃপর তাঁর কাছে বাতিল কিভাবে পৌঁছাতে পারে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৮১)**

সায়্যিদী আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক মুখের আলোচনা **"হাদায়িকে বখশীশ"** শরীফে এভাবে করেন:

মে নিসার তেরে কালাম পর, মিলি ইয়ুঁ তু কিস কো যবাঁ নেহী।
ওহ সখিন হে জিস মে সুখন না হো, ওহ বয়াঁ হে জিস কা বয়াঁ নেহী।

(হাদায়িখে বখশীশ, ১০৭ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হে আমার **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার ভাষায় কোরবান হয়ে যাবো, দুনিয়ায় বাকপটুতা এবং সুন্দর বক্তৃতার অভিজ্ঞতা অনেক লোকেরই তো রয়েছে, কিন্তু আপনার কথা, এমনই যে, এতে আর কেউ কোন কথাই বলতে পারে না এবং আপনার বয়ান এমনই যে, কেউ হুবহু তা বয়ান করতেই পারবে না।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু নিজে জিহ্বার হিফাযত করতেন না বরং **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** উম্মতদেরও নিরবতা অবলম্বন করার অনেক বেশী উৎসাহ দিয়েছেন বরং গুরুত্বারোপ করেছেন, আসুন! নিরবতা অবলম্বনের ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ছয়টি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: "তোমাদের কি আমি সবচেয়ে উত্তম এবং সবচেয়ে সহজ আমল সম্পর্কে বলবো না? রাসূলের সাহাবীরা আরয করলেন: আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত! কেন নয়, অবশ্যই ইরশাদ করুন। ইরশাদ হলো: সুন্দর চরিত্র এবং দীর্ঘ নিরবতা, এই দু'টি অবশ্যই অবলম্বন করে নাও, কেননা তোমরা **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে এর মতো আর কোন আমল নিয়ে যেতে পারবে না।" (মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুস সমত ওয়া আদাবিল লিসান, ৭/ ৩৪৬, হাদীস নং-৬৫০)

২. ইরশাদ হচ্ছে: নিরবতা সর্বোচ্চ ইবাদত। (আরিখে আসবাহানে লি আবী নাঈম, ২/ ৩৪, নম্বর- ৯৯৯)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি নিরাপদ থাকতে চায়, তার জন্য নিরবতা আবশ্যক। (মসনাদে আবী ইয়ালা, মুসনাদে আনাস বিন মালিক, ৩/ ২৭১, হাদীস নং- ৩৫৯৫)

৪. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি চুপ রইলো, সে মুক্তি পেলো। (তিরমিযী, কিতাব সিফতুল কিয়ামত, নম্বর-২৫০৯, ৪/২২৪)

৫. ইরশাদ হচ্ছে: বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার ঈমান পেতে পারেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জিহ্বাকে সংযত করবে না। (মুজামুল আওসাত, হাদীস নং-৬৫৬৩, ৫/৫৫)

৬. ইরশাদ হচ্ছে: সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে নিজের অতিরিক্ত কথা সঞ্চিত করে রাখে এবং অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করে দেয়। (আল মু'জামুল কবীর, মুসনাদে রকবুল মিসরী, নম্বর-৪৬১৬, ৫/৭২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! নিরবতার কিরূপ ফযীলত রয়েছে, নিরবতা অবলম্বন করা উত্তম আমল। নিরবতা অবলম্বন করা উৎকৃষ্ট ইবাদত। নিরবতা অবলম্বন করা নিরাপত্তার প্রমাণ (Proof) স্বরূপ। নিরবতা অবলম্বন করা মুক্তির মাধ্যম। নিরবতা অবলম্বন করা সত্যিকার ঈমান লাভের উপায়। সুতরাং এই হাদীস শরীফগুলোতে বর্ণিত ফযীলত পেতে নিজেও জিহ্বার নিরাপত্তা বিধান করি এবং নিজের পরিবার পরিজনকেও মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগানোর মানসিকতা দিই, কেননা অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় কথা বলতে বলতে **"গুনাহে ভরা"** কথায় পতিত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং নিরবতা অবলম্বনেই কল্যাণ নিহিত।

www.dawateislami.net

ইয়া রব না জরুরত কে সিওয়া কুছ কভী বোলো! আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা কুফ্‌লে মদীনা।
বক বক কি ইয়ে আ'দত না সরে হাশর ফাঁসা দেয় আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা কুফ্‌লে মদীনা।
হার লফয কা কিস তারহা হিসাব আহ! মে দোঙ্গা আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা কুফ্‌লে মদীনা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

১২টি মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ হলো "মাদানী কাফেলা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বার নিরাপত্তা বিধানের প্রেরণা পেতে এবং অহেতুক কথাবার্তা থেকে নিজেকে বাঁচাতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের একটি হলো **"মাদানী কাফেলা"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **মাদানী কাফেলা** ইলমে দ্বীন অর্জনের মাধ্যম। **মাদানী কাফেলা**র বরকতে ফরয ও ওয়াজিবের নিয়মানুবর্তিতা নসীব হয়, **মাদানী কাফেলা**র বরকতে সুন্নাতের উপর আমল করার সুযোগ হয়, **মাদানী কাফেলা**র বরকতে ইশরাক, চাশত ও আওয়াবিন ও তাহাজ্জুদের নামায পড়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। সাধারণত কাফেলা মসজিদেই অবস্থান করে থাকে এবং মসজিদে ইবাদতের নিয়্যতে অবস্থানকারীদের সম্পর্কে কি বলবো, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপ সৌভাগ্যবানদের সম্পর্কে তিনটি বিষয় ইরশাদ করেছেন। (১) তার থেকে উপকার অর্জন করা যায় বা (২) সে প্রজ্ঞাময় কথা বলে অথবা (৩) রহমতের অপেক্ষমান হয়ে থাকে। **(আত তারগিব ওয়াত তারহিব, কিতাবুস সালাত, ১/১৬৯, নম্বর- ৫০৩)**

আসুন! আমরাও নিয়্যত করি যে, সুন্নাতের খেদমত করতে এবং মুসলমানের মাঝে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করতে প্রতিমাসে তিনদিন **মাদানী কাফেলা**য় অবশ্যই সফর করবো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। প্রতি ১২মাসে ১মাস এবং জীবনে একবার একত্রে ১২মাসের মাদানী কাফেলায়ও সফরের সৌভাগ্য অর্জন করবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। আসুন! মাদানী কাফেলায় সফরের প্রেরণা আরো বৃদ্ধি করতে একটি **মাদানী কাফেলা**র মাদানী বাহার শ্রবন করি এবং আন্দোলিত হই।

পায়ের ব্যথা থেকে মুক্তি অর্জিত হলো

যমযম নগর হায়দারাবাদের এক ইসলামী ভাইয়ের পায়ে এমন মারাত্মক ব্যথা ছিলো যে, উঠা বসা কষ্টকর হয়ে গিয়েছিলো। এই ব্যথা থেকে মুক্তির জন্য সে

www.dawateislami.net

অনেক টাকা খরচ করেছিলো। বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ ছাড়াও পাঞ্জাবের অনেক ডাক্তারের নিকটও চিকিৎসা করিয়েছে কিন্তু কোন সুফল পায়নি। একবার **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে সম্পৃক্ত এক ইসলামী ভাইয়ের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো, কথাবার্তার শুরুতে ইসলামী ভাইকে নিজের কষ্টের কথা প্রকাশ করলো, তখন তিনি স্নেহভরা পদ্ধতিতে ইনফিরাদী কৌশিশ করলো এবং তাকে **মাদানী কাফেলা**য় সফরের বরকত সম্পর্কে বললেন: আপনি এতো চিকিৎসা করিয়েছেন যদি চান তবে একবার এটাও চেষ্টা করে দেখুন যে, **মাদানী কাফেলা**র বরকতে যেমনিভাবে হাজারো লোকের সমস্যার সমাধান হয়, তেমনি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ তায়ালা**র রাস্তায় সফরের বরকতে আপনারও উপকার হবে। সেই ইসলামী ভাইয়ের কথা তার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করলো এবং সে তিনদিনের **মাদানী কাফেলা**র জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ যখন সে **মাদানী কাফেলা**য় সফর করলো তখন সেখানে কান্না করে করে নিজের অসুস্থতা থেকে আরোগ্যের জন্য দোয়া করলো, তার এই দোয়া কবুল হলো এবং কাফেলার বরকতে সে ব্যথা থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো।

মাঙ্গো আ' কর দোয়া, পাওগে মুদ্দাআ দর করম কে খুলে, কাফেলে মে চলো
আচ্ছি সোহবত মিলে, খুব বরকত মিলে চল পড়ো চল পড়ে, কাফেলে মে চলো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অহেতুক কথার বিভিন্ন ক্ষতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! চিন্তা ভাবনা ছাড়া যখন যা মুখে আসে বলে দেয়াতে ভয়ঙ্কর পরিণতির কারণ হতে পারে এবং **আল্লাহ তায়ালা**র সর্বদা অসন্তুষ্টির কারণও হতে পারে। নিঃসন্দেহে মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগানো অর্থাৎ নিজেকে অপ্রয়োজনিয় কথাবার্তা থেকে বাঁচানোতেই নিরাপত্তা নিহিত, কেননা যারা বেশি কথা বলে, সাধারণত তারা ভুলও (Mistakes) বেশি করে, গোপন (Secret) বিষয়ও ফাঁস করে দেয়। গীবত ও চোখলখোরী এবং অপরের দোষ খোজার ন্যায় গুনাহ থেকে বাঁচাও এরূপ ব্যক্তির জন্য অনেক কঠিন হয়ে যায়, বরং অহেতুক কথা বলায় অভ্যস্তরা অনেক সময় مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ কুফরী বাক্যও বলে দেয়। আসুন! অহেতুক কথার কয়েকটি ক্ষতি সম্পর্কে শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

(১) নিজের সম্মান নষ্ট করে দেয়:

এটি একটি বাস্তবতা যে, নিরবতা অবলম্বন করাতে অপমানিত ও লজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম হয়ে থাকে, আর বাচালদের (বেশি কথা বলা ব্যক্তি) ভুলের কারণে প্রায়ই ক্ষমা চাইতে হয় এবং অন্তরে এরূপ অনুশোচনাও থাকে যে, যদি এমতাবস্থায় কিছু না বলতাম, তবে ভাল হতো, যেহেতু আমার বলার কারণে আরেকজন আমাকে কড়া কড়া শুনিয়ে মানুষের সামনে অপমান করলো, যার কারণে আমার সম্মানও নষ্ট হয়ে গেলো। এভাবে অহেতুক কথা বলা ব্যক্তি নিজের সম্মানকে নষ্ট করে দেয়। হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন নসর হারসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: বেশি কথা বলাতে প্রভাব (Dignity) নষ্ট হয়ে যায়। (আল মুওসুআতু লি ইবনে আবীদ দুনিয়া, নম্বর-৭, ৬০/৫২) সত্য বলতে কি, বলে অনুশোচনা করার চেয়ে, না বলেই অনুশোচনা করা উত্তম, কেননা যারা সর্বদা বকবক করতে থাকে তারা বিপদেও ফেঁসে যায়।

ইয়া ইলাহী! ফালতু বাতোঁ কি আ'দত দুর হো,
কাশ! লব পর কোয়ীভি জারি না হো বে জা কালাম। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

(২) অশ্লিল কথা বলে:

অহেতুক কথা বলার একটি ক্ষতি এটাও যে, এরূপ ব্যক্তি এক পর্যায়ে অশ্লিল ও নির্লজ্জ কথাবার্তাও বলতে থাকে, যা খুবই মন্দ কাজ এবং কোন মুসলমানের এরূপ কথাবার্তা বলা শোভা পায় না, কেননা হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: মুমিন দোষ অন্বেষণকারী, অভিশাপ প্রদানকারী, অশ্লিল কথা এবং নির্লজ্জ হয় না। (তিরমিযী, ৩/৩৯৩, হাদীস নং-১৯৮৪) এ দ্বারা ঐ লোকেরা শিক্ষা অর্জন করুন, যারা নিজের বন্ধুদের সাথে বসে অশ্লিল ও নির্লজ্জ কথাবার্তা বলে নিজের আখিরাত ধ্বংস করে দেয়।

(৩) গীবত এবং ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে যায়:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহেতুক কথাবার্তা এভং অহেতুক প্রশ্নাবলী সাধারনত গীবত ও ঝগড়া বিবাদের কারণও হয়ে যায়, যদি কোন সঠিক উদ্দেশ্যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয় তবে সমস্যা নাই, কিন্তু সাধারনত প্রশ্নাবলীর সঠিক

www.dawateislami.net

কোন উদ্দেশ্য থাকে না বরং অযথাই জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে, যেমন; কারো কোন জিনিস দেখলো তবে জিজ্ঞাসা করতে বসে যায় যে, এটি কত দিয়ে কিনেছো? কোথা থেকে কিনেছো? এর গ্যারান্টি কত দিনের? মনে রাখবেন! বিনা কারণে এই কথাগুলো জিজ্ঞাসা করা অহেতুক কথাবার্তায় গন্য করা হয় এবং আখিরাতে এর হিসাব দিতে হবে। অনেক সময় এই প্রশ্নাবলী থেকে গীবত, চোগলখোরী এবং ঝগড়া বিবাদের দরজা খুলে যায়, যেমন; কেউ ভাড়ায় ঘর নিলো তখন প্রশ্ন হয় যে, কত রুমের? ভাড়া কত? বাড়ির মালিক কেমন? মালিক ও বাড়ি সম্পর্কে এই প্রশ্নাবলী খুবই বিপদজনক হয়ে থাকে, এর উত্তর সাধারনত শরীয়তের বিনা অনুমতিক্রমে কিছুটা এরূপ গুনাহেভরা হয়ে থাকে যে, আমাদের বাড়ির মালিক অনেক কড়া মেজাজের, নির্দয়, ভাড়া দিতে একদিনও দেরী হলে সহ্য করে না। মনে রাখবেন! এসব গীবতের অধিনেই আসে এবং কোন মুসলমানের গীবত করা মানে নিজেকে ধ্বংসে লিপ্ত করে দেয়া, সুতরাং **গীবত কি তাবাকারিয়াঁ** এর ২৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: * গীবত ঈমানকে কর্তন করে দেয় * গীবত মন্দ মৃত্যুর কারন * অধিকহারে গীবতকারীর দোয়া কবুল হয়না * গীবতের কারণে নামায রোযার নূরানিয়্যত চলে যায় * গীবতের কারণে নেকী সমূহ নষ্ট হয়ে যায় * গীবত নেকী সমূহকে জ্বালিয়ে দেয় * গীবতকারী যদি তাওবাও করে নেয় তবুও সব শেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে, মোটকথা গীবত কবীরা গুনাহ, অকাট্য হারাম এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ।

মুঝে গীবত ও চুগলী ও বদ গুমানী
কি আফাত সে তু বাচাঁ ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০১ পৃষ্ঠা)

(৪) কুফরী বাক্য বলে দেয়:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্তমান যুগে ইলমে দ্বীনের সল্পতার কারণে লোকেরা এরূপ লাগামহীন হয়ে যাচ্ছে যে, যা মুখে আসে বলে দিচ্ছে, মুহূর্ত পরিমানও ভাবছে না যে, আমি কি বলছি? অহেতুক কথাবার্তা বলার এই অভ্যাস মানুষদের না বলার কথাও বলিয়ে দিচ্ছে এবং অনেকসময় বান্দা নিজের মুখ থেকে কুফরী বাক্য বের করে নিজের সবচেয়ে মূল্যবান সম্বল ঈমান হারিয়ে ফেলছে, কিন্তু

www.dawateislami.net

তার কোন খবর নেই যে, সে আর মুসলমান নাই আর তার বিয়েও ভেঙ্গে গেছে, অনেক লোক তো খুবই অনুভূতিহীন হয়ে থাকে, কথায় কথায় অযথা এরূপ সর্মথন নেয় যে, "কি ভাই! ঠিক বলেছি না! আমি ভূল তো বলছি না!" "কি মনে হয় আপনার?" এখন কথা যতই অনুপযুক্ত হোক না কেন, কিন্তু না চাইতেও হ্যাঁ তে হ্যাঁ মিলিয়ে মিথ্যা বলার গুনাহ করতে হয়, অনুরূপভাবে অহেতুক বকবককারী লোক কখনো তো পথভ্রষ্টকারী কথা বরং مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ কুফরি বাক্য বলেও অভ্যাস বশত সর্মথন গ্রহণ করে থাকে আর এরূপ বাক্য যেমন; "কি ভাই ঠিক বলেছি না?" বলে অপরের কাছ থেকে হ্যাঁ সুচক সর্মথন নিয়ে অনেকসময় তারও ঈমান নষ্ট করে দেয়! কেননা স্বজ্ঞানে কুফরী বাক্যকে সর্মথন করাও কুফরী। কুফরী বাক্য সম্পর্কে আরো বিস্তারিত ও গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানার্জনের জন্য শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব **"কুফরিয়্যা কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী।

ইয়া রব! না জরুরত কে সিওয়া কভী কুছ বোলোঁ
আল্লাহ যবাঁ কা হো আতা কুফ্‌লে মদীনা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! অহেতুক কথাবার্তা সর্বদিক দিয়েই নিন্দার উপযুক্ত। এসম্পর্কে ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: এতে অনুপকারী কথাও অন্তর্ভূক্ত এবং ঐ কথাও যা উপকারী কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত, কেননা উপকারী কথাকে অল্প কথায়ও ব্যক্ত করা যায় এবং বানিয়ে বানিয়ে আর বারবার একই কথা বলেও ব্যক্ত করা সম্ভব। যখন একটি বাক্য দ্বারা নিজের উদ্দেশ্যকে ব্যক্ত করা যায়, তারপরও দু'টি বাক্য ব্যক্ত করা অহেতকু অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হবে এবং এটাও নিন্দনীয়। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৪১) সুতরাং জিহ্বার নিরাপত্তার জন্য অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনেদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن প্রতিটি মুহূর্ত **আল্লাহ তায়ালার** যিকিরে অতিবাহিত হতো, কিন্তু তারপরও ঐ নেক লোকেরা জিহ্বার কিরূপ নিরাপত্তা বিধান করতেন, আসুন! এ সম্পর্কে ঐ ব্যক্তিত্বদের বাণী সমূহ শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

যেনো এটি অহেতুক কথা না হয়

❖ আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কথাবার্তা বলা থেকে বাঁচতে নিজের মুখে পাথর খন্ড রাখতেন এবং নিজের জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন: এটিই হচ্ছে ঐ বস্তু, যা আমাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে।

❖ এক সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: এক ব্যক্তি আমার সাথে কোন কথা বললে, তার উত্তর দেয়া আমার এতো বেশি কাম্য ও পছন্দনীয় হয় যে, যতটুকু একজন পিপাসার্ত ব্যক্তিকে ঠান্ডা পানিতেও হয় না, কিন্তু আমি এই ভয়ে এর উত্তর দিই না যে, যেনো এটা অহেতুক কথা না হয়ে যায়। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৪৮)**

❖ হযরত সায়্যিদুনা মুসা বিন আলী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: বনী ইসরাঈলের এক প্রাদ্রীর (অর্থাৎ দুনিয়ার প্রতি উদাসিন হয়ে ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি) উক্তি হচ্ছে যে, মহিলার সৌন্দর্য্য হলো লজ্জা এবং বৃদ্ধিমানের সৌন্দর্য্য হলো চুপ থাকা।

(এক চুপ শত সুখ, ১৬ পৃষ্ঠা)

❖ হযরত সায়্যিদুনা রুবাই বিন হায়সিম رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বিশ বছর পর্যন্ত দুনিয়াবী কথাবার্তা বলেননি। যখন সকাল হতো তখন সাথে কালি, কাগজ ও কলম রাখতেন এবং যা কথাবার্তা বলতেন তা লিখে নিতেন অতঃপর সন্ধ্যায় নিজের নফসের হিসাব নিতেন। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৩৩৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের নিকট জিহ্বার কিরূপ গুরুত্ব ছিলো যে, এই নেক লোকেরা প্রতি মুহূর্তে যিকির ও দরূদ দ্বারা অতিবাহিত করার পরও অহেতুক কথা থেকে বাঁচার জন্য মুখে পাথর (Stone) রাখতেন এবং কোন কথা বললে তা লিখে নিতেন আর সন্ধ্যায় এসম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতেন। বর্তমান যুগে এই ঝলক আমাদের শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাঝে পরিলক্ষিত হয়, তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শুধু নিজেই এই বুযুর্গদের শিক্ষার প্রতি আমলকারী নয় বরং তাঁর তরবিয়তের ফয়েযপ্রাপ্ত লাখো মানুষও হিদায়তের পথে পরিচালিত। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদেরকে জিহ্বার নিরাপত্তা সম্পর্কে কয়েকটি মাদানী ইনআমাত প্রদান করেছেন, যেমন; ২৯ নম্বর মাদানী ইনআমে বলেন: আজকে আপনি কারো কাছে এমন অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নাবলীতো জিজ্ঞাসা করেননি যেগুলোর মাধ্যমে

www.dawateislami.net

মুসলমানেরা অধিকাংশ সময় মিথ্যা বলার মত কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়? (যেমন: অনর্থক প্রশ্ন করা, আপনার কি আমাদের খাবার পছন্দ হয়েছে? ইত্যাদি)। ৩৩ নম্বর মাদানী ইনআমে রয়েছে: আজকে আপনি (ঘরে কিংবা বাইরে) কারো বিরুদ্ধে অপবাদতো দেননি? কারো নামতো বিকৃত করেননি? কাউকে গালিগালাজতো করেননি? ৩৮ নম্বর মাদানী ইনআমে রয়েছে: আপনি কি আজ মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, হিংসা, অহংকার এবং ওয়াদাভঙ্গ করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন? ৪৬ নম্বর মাদানী ইনআমে রয়েছে: আপনি কি আজ মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে অপ্রয়োজনীয় কথা বলা থেকে বাঁচার অভ্যাস গড়ার জন্য কিছু না কিছু ইশারায় এবং কমপক্ষে চারবার লিখে কথাবার্তা বলেছেন?

ভাবুন! বর্ণনাকৃত মাদানী ইনআমাতের মধ্যে একটি জিহ্বার নিরাপত্তা সম্পর্কীত কতইনা গুরুত্বপূর্ণ মাদানী উপহার, বিশেষ করে ৪৬ নম্বর মাদানী ইনআমে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার জন্য লিখে বা ইশারায় কথাবার্তা বলার মানসিকতা দেয়া হয়েছে। আমাদেরও অহেতুক কথাবার্তা করা থেকে পিছু ছাড়াতে এবং নিরবতার অভ্যাস গড়তে প্রতিদিন কমপক্ষে ৪ বার লিখে কথাবার্তা বলা উচিৎ, যদি চেষ্ট করা হয় তবে ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে, কিন্তু লিখে কথাবার্তা করার সময় এই বিষয়ের প্রতি খুবই সজাগ থাকা আবশ্যক যে, যেনো সেই কথাও অহেতুক না হয়, কেননা অহেতুক কথাবার্তা লিখেও করা নিষেধ।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অহেতুক কথা বলা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক এবং নিজের জিহ্বাকে যিকির ও দরূদ দ্বারা সতেজ রাখার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বাঁচে বে কার বা'তোঁ সে, পড়ে এয় কাশ কসরত সে
তেরে মাহবুব পর হার দম দরূদে পাক হাম মওলা
হামারী ফালতো বা'তোঁ কি আ'দত দূর হো জায়ে
লাগায়েঁ মুসতাকিল কুফ্‌লে মদীনা লাব পে হাম মাওলা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মাদানী ইনআমাত মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** ১০৪ টিরও বেশী বিভাগে (Departments) দ্বীনে মতিনের খেদমত করে যাচ্ছে। আর এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মাদানী ইনআমাত মজলিশ"**। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বাআমল (আমলদার) বানানোর উদ্দেশ্যে মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের উৎসাহ প্রদানের জন্য **"মাদানী ইনআমাত মজলিশ"** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আহ! অন্যান্য ফরয ও সুন্নাত আদায়ের পাশাপাশি সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনেরা যদি এই মাদানী ইনআমাতকেও নিজের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নেয় এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদারগণও নিজ নিজ হালকায় এর (মাদানী ইনআমাতের রিসালা) প্রসার করে আর সকল মুসলমান নিজের কবর ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য এই মাদানী ইনআমাতকে একনিষ্ঠতার সহিত গ্রহণ করে **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতুল ফিরদাউসে **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার মহান নেয়ামত অর্জন করে নিন। আসুন! আমরাও নিয়্যত করি যে, নেক কাজে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহণ করবো এবং মাদানী ইনআমাতের উপর শুধু আমরা নিজেরা নয় বরং অপর ইসলামী ভাইকেও এর উৎসাহ দিয়ে অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজকের বয়ানে আমরা অহেতুক কথাবার্তা থেকে বাঁচার এবং মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগানো গুরুত্ব ও উপকারীতা সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি, নিঃসন্দেহে

☆ জিহ্বার নিরাপত্তা বিধান করাতে **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

☆ মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগানোর বরকতে নিরাপত্তা নসীব হয়।

☆ নিরবতা সর্বোচ্চ ইবাদত।

☆ নিরবতা বুদ্ধিমানদের সৌন্দর্য্য।

www.dawateislami.net

☆ অহেতুক কথবার্তা থেকে বিরত থাকা ব্যক্তিকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা প্রদান করা হয়।

☆ বাচালতা ও অহেতুক কথা বলার অভ্যাস ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।

☆ অহেতুক কথাবার্তা **রব তায়ালার** অপছন্দনীয়।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে অহেতুক কথাবার্তা থেকে বেঁচে থেকে মুখের কুফ্‌লে মদীনা লাগানোর তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জিহ্বার নিরাপত্তা বিধানের মানসিকতা বানাতে, অহেতুক কথাবার্তার আপদ থেকে বাঁচতে এবং অপরকে এর ধ্বংসযজ্ঞতা শুনিয়ে তাদেরকেও বাঁচাতে মাকতাবাতুল মদীনার এই রিসালাগুলো **(১) এক চুপ শত সুখ (২) নিশ্চুপ শাহযাদা (৩) মিষ্ট কথা** অধ্যয়ন করুন। এই রিসালাগুলোয় অহেতুক কথার নিন্দা, নিরবতার উপকারীতা এবং গুরুত্ব, নিরবতা সম্পর্কীত বুযুর্গানে দ্বীনদের ঘটনাবলী এবং আরো অনেক মাদানী ফুল তাদের সুগন্ধি ছড়িয়ে যাচ্ছে। দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

গীবত থেকে বাঁচার দোয়া

হযরত আল্লামা মজদুদ্দিন ফিরোজাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: যখন কোন আসরে (অর্থাৎ মানুষের মাঝে) বসো এবং বলো: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد তবে **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের জন্য একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দিবেন, যে তোমাদেরকে গীবত থেকে বিরত রাখবে। আর যখন আসর থেকে উঠবে তখন বলো: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَصَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد তখন ঐ ফিরিশতা মানুষদেরকে তোমার গীবত করা থেকে বিরত রাখবে। (আল কওলুল বদী, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

www.dawateislami.net

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ, নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে কথাবার্তা বলার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: ☆ মুচকি হেসে ও উৎফুল্লতার সাথে কথাবার্তা বলুন। ☆ মুসলমানের মন খুশি করার নিয়্যতে ছোটদের সাথে স্নেহভরা এবং বড়দের সাথে শ্রদ্ধার ভাব রাখুন। ☆ চিৎকার করে কথাবার্তা বলা থেকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকুন। ☆ চাই একদিনের বাচ্চাও হোক না কেন, ভাল ভাল নিয়্যতে তাদের সাথেও আপনি করে কথাবার্তা বলার অভ্যাস করুন আপনার চরিত্রও উত্তম হবে সাথে সাথে বাচ্চাও ভদ্রতা শিখবে। ☆ কথাবার্তা বলার সময় লজ্জা স্থানে হাত লাগানো, আঙ্গুলের মাধ্যমে শরীরের ময়লা পরিস্কার করা, অপরের সামনে বারবার নাক স্পর্শ করা কিংবা নাকে বা কানে আঙ্গুল প্রবেশ করা, থুথু ফেলতে থাকা ভাল অভ্যাস নয়। ☆ যতক্ষণ দ্বিতীয় ব্যক্তি কথা বলবে মনোযোগ সহকারে শুনুন, কথা কেটে কথা বলা থেকে বাঁচুন, তাছাড়া কথাবার্তা বলার সময় অট্টহাসি দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কেননা অট্টহাসি দেয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমানিত নয়। কথা বলার সময় সর্বদা মনে রাখবেন যে, বেশি কথা বলাতে প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। ☆ কারো সাথে যখন কথাবার্তা বলা হয়, তখন সঠিক উদ্দেশ্যও থাকা চাই এবং সর্বদা শ্রোতার যোগ্যতা ও মানসিকতা অনুযায়ী কথাবার্তা বলা উচিত। ☆ অশ্লীল কথাবার্তা থেকে সর্বদা দূরে থাকুন, গালি গালাজ থেকে বিরত থাকুন এবং মনে রাখবেন যে, কোন মুসলমানকে শরীয়তের অনুমতি ছাড়া গালি দেওয়া অকাট্য হারাম। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১২৭) এবং অশ্লীল কথাবার্তা কারীর জন্য জান্নাত হারাম। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম, যে অশ্লীল কথাবার্তার মাধ্যমে কাজ আদায় করে। (কিতাবুস সামত মাআ মাওসূআতুল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭/২০৪, হাদীস নং- ৩২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

মুঝ কো জযবা দেয় সফর করতা রাহোঁ পরওয়ারদিগার
সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে কাফেলে মে বার বার।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

www.dawateislami.net

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

আহ! অহেতুক কথাবার্তার অভ্যাস যদি দূর হয়ে যেতা!

www.dawateislami.net